সংবাদ

তারিখ 19 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শ্রীপুরে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা বেসরকারি অংশের ভাতা পাচ্ছেন না

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের তাদের বেসরকারি অংশের ভাতা প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বর্তমান শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জালাল উদ্দিন আহম্মেদ শুধুমাত্র সেসব প্রতিষ্ঠানের বেলাতেই এ নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট (বার্ষিক বর্ধিত বেতন) মূল বেতনের হার অনুযায়ী না দেয়ায় শিক্ষকরা তা বেসরকারি অংশ থেকে নিয়ে পুষিয়ে নিত। এ নিয়ম দেশের কোথাও এমনকি গাজীপুর জেলার কোন উপজেলাতেও নেই। তাছাড়া শ্রীপুর উপজেলার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে বর্তমান ইউএনও ছাড়া অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করছেন সেসবের বেলায় এ নিয়ম কার্যকর নেই।

প্রসঙ্গত, শ্রীপুরে ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৮টি মাদ্রাসা ও সাতটি কলেজ রয়েছে। অধিকাংশের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তবে সব প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি অংশের ভাতাদি দেয়ার ও সামর্থ্য নেই।

শিক্ষক কর্মচারীদের অভিযোগ, একই উপজেলা তথা একই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাতা প্রদানে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি শ্রীপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকত মো. সাহাব উদ্দিন জানান, সরকারের শতভাগ বেতন ভাতা দেয়ার বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি অংশের ভাতাদি বন্ধের কোন বিধান বা নীতিমালা সরকার প্রণয়ন করেননি। বর্তমানে শিক্ষা উপদেষ্টা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের নিঃশর্ত শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মনিরুল হাসান মণ্ডল ও সিনিয়র শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়া জানান, সরকার ঘোষিত শতভাগ বেতনের মধ্যে বাড়ি ভাড়া বাবদ মূল বেতনের ৪০ ভাগ প্রাপ্য শিক্ষক এবং কর্মচারীদের প্রাপ্য ৫০ ভাগ। চিকিৎসা ভাতা সবার জন্য ৫০০ টাকা নির্ধারিত। কিন্তু সরকার থেকে বাড়ি ভাড়া ১০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা দেওয়া ১৫০ টাকা। চাকরির বয়স অনুসারে বার্ষিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে এককালীন সিনিয়র স্কেল ১৫০ টাকা এবং জুনিয়র স্কেলে ১১৫ টাকা প্রদান করে হয়। প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারি অংশের দেয়া ভাতা থেকে এ দুর্মূল্যের বাজারে আমাদের জীবিকা নির্বাহে কিছুটা সহায়ক হতো। তাও অন্তত দুই মাস ধরে বন্ধ।

বাংলাদেশ বেসরকারি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ইউনিয়ন শ্রীপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, তিরিশ বছর ধইরা বেসরকারি অংশের টেহা পাইয়া আইতাছি। দুই মাস ধইরা সেই টেহা ইউএনও স্যার বন্ধ কইরা দিছে। তিনিন পরের থেই নাম বাল-বাচ্চা লইয়া না খ্যায়া মরতাছি।

বরমী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মবিনুল ইসলাম জানান, ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বেসরকারি অংশের ভাতাগুলো শিক্ষক-কর্মচারীরা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু ওনেছি ইউএনও বর্তমানে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা আগের মতোই বেসরকারি অংশের ভাতাদি চাই।

গোসিংগা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. উসমান গণি জানান, গত দু'মাস ধরে প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি অংশের ভাতা ইউএনও বন্ধ করে দিয়েছেন। সাতখামাইর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষ মো. লিয়াকত আলী দুলাল, জরুরি অবস্থার কারণে শিক্ষকরা তাদের বৈধ দাবিটুকু কারও কাছে জানাতে সাহস পাচ্ছে না। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিয়ে একই উপজেলায় দুই নিয়ম থাকতে পারে না।

শ্রীপুর পইলট উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য আলমগীর হোসেন ও আইয়ুব আলী জানান, বিদ্যালয়ের সামর্থ্য আছে শিক্ষদের বেসরকারি অংশের ভাতা দেয়ার এবং আগে থেকে তা দিয়ে আসছে। কিন্তু সভাপতি তথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশের কারণে তা দেওয়া যাচ্ছে না। ধনাই বেপারী মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন আহমেদ জানান, তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আ. ওহাব সরকার। তারা সরকারের শতভাগের পাশাপাশি বেসরকারি অংশের ভাতাগুলো যথারীতি পেয়ে আসছেন।

এসব বিষয়ে পার্শ্ববর্তী কাপাসিয়া উপজেলা প্রশাসনের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সেই উপজেলায় বেসরকারি অংশের বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ব্যাপারে শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জালাল আহমেদ জানান, সরকার একশ ভাগ বেতন ভাতা দিচ্ছে। বেসরকারি অংশের ভাতা শিক্ষকরা পাঁচ ভাগ হারে পেতেন। একশ ভাগ দেওয়ার পর বেসরকারি অংশের ভাতা শিক্ষকরা পাবেন। পেয়ে থাকলে এখন কত ভাগ পাবেন তা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছাড়া দেয়া সম্ভব না। একই উপজেলার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় ব্যক্তি পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কীভাবে বা কোন নিয়মে বেসরকারি অংশের ভাতাদি পাচ্ছেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি ওই সব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নই।